দৈনিক বাংলা

তারিখ 19 DEC 1987
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

37

16

শিক্ষার বারোটা

শেষ পর্যন্ত স্কুলের বার্ষিক পরীক্ষার প্রশ্নপত্র নিয়েও দেখছি টানাটানি / কাড়াকাড়ি পড়ে গেছে। টানাটানি কাড়াকাড়ি এ অর্থে যে ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জের দুটি স্কুলের বার্ষিক পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়ে যাওয়ার খবর ইতিমধ্যেই সংবাদপত্রের পৃষ্ঠা পর্যন্ত এসে পৌঁছেছে। অষ্টম আর নবম শ্রেণীর ফাঁস হয়ে যাওয়া প্রশ্ন নাকি দেড়/দুইশ টাকায় বিকিও হয়েছে। প্রশ্নপত্র ফাঁসের ব্যাপার উপলক্ষ করে দু একটি স্কুলে ছোটখাট হাঙ্গামাও বেধেছে।

ভাবতে একই সঙ্গে কষ্ট ও বিস্ময় লাগে যে শিক্ষাঙ্গনের দুর্নীতি শেষ পর্যন্ত এতদূর পর্যন্ত গড়িয়েছে। এইচএসসি ও এসএসসিতে নকলের কথা জানি, ঘুষঘাষেরও খবর পাওয়া যায়, সার্টিফিকেটও জাল হয়, নকল পরীক্ষা কেন্দ্র বসে—অনেক কিছুই ঘটে। আমরা যে ক্রমেই বিদ্যার্জনের পথে শনৈ শনৈ পাতালের দিকে চলেছি তার প্রমাণ স্কুলের বার্ষিক পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস হওয়ার ঘটনা।

কিছু বলেও বোধহয় লাভ নেই। প্রতিকারের তো আশা দেখি না। যতদিন যাচ্ছে শিক্ষা আর শিক্ষাঙ্গনে ভাঙন কেবল বাড়ছেই। লেখাপড়া এক রকম গিয়ে লাটে উঠেছে। অধিকাংশ স্কুল-কলেজে পড়াশোনা বড় একটা হয় না। তারপর থাকে নানা বিশৃংখলা, হাঙ্গামা-হুজ্জত। মুষ্টিমেয় ভাল স্কুলে কিছুটা লেখাপড়া হয়। কিন্তু সে সুযোগ তো আর সবাই পায় না। তা ছাড়া পড়ানোর সুযোগই বা মিলছে কখন? এ বছর বার্ষিক পরীক্ষার খাতা একটু নরম করে দেখার জন্যে শিক্ষকদের কাছে ছাত্রদের আবেদন সংবাদপত্রের পৃষ্ঠা পর্যন্ত এসে পৌঁছেছে।

কলাতন স্কুলগুলির এ দুর্দশার পিঠে আছে অভিনব স্কুল প্রতিষ্ঠার খবর। বিভিন্ন ধরনের টিউটোরিয়াল হোম বিভ্রান্ত ছাত্র ও অভিভাবকদের ডেকে নিচ্ছে। কোথাও লন্ডনের সিলেবাস, কোথাও ক্যাডেট কলেজীয় পদ্ধতি, কোথাও বা 'বিশেষ যত্ন নিয়ে' পড়ানোর অঙ্গীকার।

এমন একটা অবস্থা দেশের জন্য শুভ হতে পারে না। শুভ যে হচ্ছে না তার তো মেলাই লক্ষণ আছে। আসলে শিক্ষার ভবিষ্যৎ সমাধিস্থ প্রায়। প্রচলিত বুলিতে বলা যায়—শিক্ষার বারোটা বেজেছে। এ থেকে পরিত্রাণের একটা পথের কথা সবাইকে ভাবতে আহ্বান জানাই।